বিষয়: বাংলা (সৃজনশীল)
প্রথম প্রত্র
[২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]
নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ও নমুনা উত্তর

১. ক নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১ (ক)	জ্ঞান	১	১	মনসার মন্ত্রশক্তির বরাত/ মনসার মন্ত্রশক্তির প্রভাব লিখতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: বিষহরির দোহাই হচ্ছে মনসার মন্ত্রশক্তির বরাত/ মনসার মন্ত্রশক্তির প্রভাব।

১. খ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১ (খ)	অনুধাবন	২	২	উক্তিটি লেখক বা ন্যাড়া ব্যাঙ্গার্থে করেছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	উক্তিটি লেখক বা ন্যাড়া ব্যাঙ্গার্থে করেছেন তা উল্লেখ করতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উক্তিটি লেখক বা ন্যাড়া ব্যাঙ্গার্থে করেছেন। লেখক ব্যাঙ্গার্থে বলতে চান বাঙালির ক্রোধ, বিদ্বেষ ইত্যাদি মুখের বাক্যেই সীমাবদ্ধ এবং ক্ষণস্থায়ী তা সাপের বিষের মতো অব্যর্থভাবে কার্যকর নয়।

১. গ নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১ (গ)	প্রয়োগ	৩	৩	মানবিকতা/লোক সমাজের কুৎসা রটানোকে তোয়াক্কা না করা/মানসিক দৃঢ়তা/সংসারের প্রতি অসীম দরদ ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	মানবিকতা/লোক সমাজের কুৎসা রটানোকে তোয়াক্কা না করা/মানসিক দৃঢ়তা/সংসারের প্রতি অসীম দরদ ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	মানবিকতা/লোক সমাজের কুৎসা রটানোকে তোয়াক্কা না করা/মানসিক দৃঢ়তা/সংসারের প্রতি অসীম দরদ উল্লেখ করতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: বিলাসী গল্পের বিলাসীর মানবিকতা/লোক সমাজের কুৎসা রটানোকে তোয়াক্কা না করা/মানসিক দৃঢ়তা/সংসারের প্রতি অসীম দরদ প্রকাশ পেয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় অসুস্থ থাকার পরও সমাজের প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করে বিলাসী তাকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলে এবং সমাজের সংস্কার, রীতি-নীতিকে তোয়াক্কা না করে মৃত্যুঞ্জয়কে নিয়ে বিলাসী সংসারী হন। তেমনিভাবে উদ্দীপকে জমিলার স্বামী পঙ্গুত্ব বরণ করলেও জমিলা সংসারের হাল ধরার জন্য সমাজের বিরূপ পরিস্থিতিকে তোয়াক্কা না করে বিদেশে পাড়ি জমান এবং দেশে ফিরে স্বামীর সাথে সংসার শুরু করেন। উদ্দীপকে জমিলার বিলাসীর মতই দৃঢ় মানসিকতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

১ (ঘ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১ (ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	মানসিক দৃঢ়তার সাদৃশ্য ও দুজনের পরিণতির বৈসাদৃশ্যের ব্যাপারটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করতে পারলে।
			৩	মানসিক দৃঢ়তার সাদৃশ্য ও দুজনের পরিণতির বৈসাদৃশ্যের ব্যাপারটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	মানসিক দৃঢ়তা ও দুজনের পরিনতির বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	মানসিক দৃঢ়তা এবং দুজনের পরিণতির বিষয়টি উল্লেখ করতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: বিলাসী ও জমিলা উভয়ই সমাজকে তোয়াক্কা না করে সংসারী হয়েছে। ফলে উভয়ের মধ্যে মানসিক দৃঢ়তার দিকটি ফুটে উঠেছে। সমাজের নানা প্রতিকূলতাকে ডিঙ্গিয়ে বিলাসী সেবা দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে সুস্থ করে তোলে। এক পর্যায়ে তারা সংসার শুরু করে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের খুঁড়া নানা কুৎসা রটালে এবং গ্রামের মানুষসহ বিলাসীর উপর ঝাপিয়ে পড়লে এক পর্যায়ে তাদের গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু সংসার ছেড়ে সে পালায়নি। বরং স্বামী মৃত্যুঞ্জয়কে নিয়ে সংসার শুরু করে। উদ্দীপকের মধ্যে দেখা যায়, জমিলার স্বামী রোস্তম ট্রাক ড্রাইভার। কিন্তু এক পর্যায়ে সে পঙ্গু হয়ে পড়ে। ফলে সংসারের হাল ধরার জন্য বাধ্য হয়ে জমিলাকে বিদেশে পাড়ি জমাতে হয় এবং বিদেশ ফেরত জমিলাকে সমাজের নানান মানুষের নানান ধরণের বিরুপ মন্তব্য শুনতে হয়। কিন্তু তাতে জমিলা এক পাও পিছু হটেন না। বরং স্বামীকে নিয়ে তিনি সংসার শুরু করেন। বিলাসী গল্পের বিলাসী এবং উদ্দীপকের জমিলার মানসিক দৃঢ়তার বিষয়ে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও তাদের পরিণতি ভিন্ন। কেননা বিলাসী গল্পে বিলাসীর শেষ পরিণতি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়। কিন্তু উদ্দীপকের জমিলা শেষ পর্যন্ত সংসারী হয়ে ওঠেন।

২(ক) - প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২(ক)	জ্ঞান	১	১	ইসলামের নবি লিখতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: ইসলামের নবি

২(খ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২(খ)	অনুধাবন	২	২	মানুষের সার্বিক মঙ্গালের প্রয়াস ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	মানুষের সার্বিক মঙ্গালের প্রয়াস লিখতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: প্রাবন্ধিক আবুল ফজলের মতে, মানব কল্যাণ হলো মানুষের সার্বিক মঙ্গালের প্রয়াস। এ কল্যাণের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য হলো সকল অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ন অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটানো।

২(গ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২(গ)	প্রয়োগ	৩	৩	লোক-দেখানোর ব্যাপারটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	লোক-দেখানোর ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	লোক-দেখানোর ব্যাপারটি পরিলক্ষিত হয়েছে লিখতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উদ্দীপকের খতিব ও সগীরের সাহায্যের মধ্যে লোক-দেখানোর ব্যাপারটি পরিলক্ষিত হয়েছে যা 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের একটি দিক নির্দেশ করে। 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে মানুষের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে করা কাজকেই মানব-কল্যাণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। সেখানে ভিক্ষাবৃত্তিকে ছোট করে দেখানো হয়েছে। উদ্দীপকে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া দুই বন্ধু তাদের জমানো অর্থ দিয়ে মানুষকে সাহায্য করেছে। তবে দুজনের সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা সগীরের সাহায্যের মধ্যে লোক দেখানোর ব্যাপার রয়েছে।

২(ঘ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২(ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	সার্বিক কল্যানের প্রয়াসের ধারণা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে পারলে।
			৩	সার্বিক কল্যাণের প্রয়াস/মন্তব্যটি যথার্থ তা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	সার্বিক কল্যাণের প্রয়াস/মন্তব্যটি যথার্থ তা ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	সার্বিক কল্যাণের প্রয়াস/মন্তব্যটি যথার্থ তা লিখতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উদ্দীপকের তামিলের মধ্যে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূলভাবনা প্রতিফলিত রয়েছে।" মন্তব্যটি যথার্থ। মূল ভাবনাটি হলো সার্বিক কল্যানের প্রয়াস। সার্বিক কল্যানের প্রয়াস হচ্ছে এমন দান যার মাধ্যমে দান গ্রহণকারী আর্থিকভাবে লাভবান এবং স্বাবলম্বী হতে পারেন। একমুষ্ঠি ভিক্ষা দেওয়াকে আমরা মানব-কল্যাণ বলে থাকি। কিন্তু 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক এটিকে মানব-কল্যাণ নয় বরং ভিক্ষাবৃত্তি বলে অভিহিত করেছেন। যে দানের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, সে দান মানব কল্যাণ হতে পারে না। উদ্দীপকের তামিলের মধ্যে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূলভাবটি নিহিত। কেননা তামিল লোক দেখানো নয় বরং আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে এবং পরবর্তী সময় যেনো কারও কাছে হাত না পাতে সে লক্ষ্যে ভিক্ষুককে ভ্যান কিনে দিয়েছেন। ফলে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধ এবং উদ্দীপকের তামিলের যে ভাবনা রয়েছে তা একইসূত্রে গাথা। আমি তাই মনে করি, মন্তব্যটি যথার্থ।

৩ (ক) - প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৩(ক)	জ্ঞান	১	১	কৈলাশ/কৈলেশ লিখতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: কৈলাশ/কৈলেশ

৩(খ)- প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৩(খ)	অনুধাবন	২	২	উক্তিটির প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	'মাসি-পিসির জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে'- লিখতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উপরিউক্ত মন্তব্যটি মাসি-পিসি গল্পের মাসি-পিসির জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে করা হয়েছে। সরকার বাবুর সঙ্গে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া এবং রাতে যখন কানাই চৌকিদার মাসি-পিসিকে কাছাড়ি বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে-সে প্রসঙ্গে উক্ত উক্তিটি করা হয়েছে।

৩ (গ)- প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৩(গ)	প্রয়োগ	৩	৩	সখিনার সাথে আহ্লাদী চরিত্রের সাদৃশ্যের দিকগুলো ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ততা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			২	সখিনার সাথে আহ্লাদী চরিত্রের সাদৃশ্যের দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	সখিনার সাথে আহ্লাদী চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে তা লিখতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উদ্দীপকের সখিনার সাথে মাসি-পিসি গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র হলো আহ্লাদী। মাসি-পিসি গল্পের অন্যতম একটি চরিত্র আহ্লাদীর বাবা-মা দূর্ভিক্ষে মারা গেলে স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মাসি-পিসির কাছে চলে আসে। বাবা-মা মধ্য আহ্লাদীকে মাসি-পিসি পরম যত্নে তাদের কাছে রেখে দেয়। সে তার স্বামী জগুর কাছে আর ফিরে যায় না।

উদ্দীপকের চরিত্র সখিনাও তার মাতাল স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ফুফুর কাছে চলে আসে এবং সখিনাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কুনজর ও মাতাল স্বামীর অত্যাচার থেকে রক্ষা করে। মাসি-পিসি গল্পের আহ্লাদী এবং উদ্দীপকের সখিনার মধ্যে নির্যাতিত হওয়ার বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

৩ (ঘ)- প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৩(ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	ফুফু এবং 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি মানবতাবোধের দিক থেকে অভিন্ন হলেও জীবন সংগ্রামে নারীর সাহসী ভূমিকার দিক থেকে ভিন্ন উদ্দীপকের সাথে এর সম্পৃক্ততা ব্যাখ্যাপূর্বক বিশ্লেষণ করতে পারলে।
			৩	ফুফু এবং 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি মানবতাবোধের দিক থেকে অভিন্ন/জীবন সংগ্রামে নারীর সাহসী ভূমিকার দিক থেকে ভিন্ন কেন তা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে এর সম্পৃক্ততা ব্যাখ্যা করতে পারলে
			২	ফুফু এবং 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি মানবতাবোধের দিক থেকে অভিন্ন/জীবন সংগ্রামে নারীর সাহসী ভূমিকার দিক থেকে ভিন্ন কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	মানবতাবোধের দিক থেকে অভিন্ন/জীবন সংগ্রামে নারীর সাহসী ভূমিকার দিক থেকে ভিন্ন লিখতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি ও উদ্দীপকের ফুফু অভিন্ন মন্তব্যটি সর্বাংশে যথার্থ নয়। 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির মধ্যে মানবতা বোধের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর এ কারণেই তারা স্বামীগৃহ, নির্যাতিত আহ্লাদীকে মাতৃস্নেহে আশ্রয় দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সব অশুভ শক্তির হাত থেকে তারা আহ্লাদিকে রক্ষা করেছে। উদ্দীপকের ফুফুও অত্যান্ত মানবিক। কারন তিনিও মাসি-পিসির মতোই স্বামীগৃহে নির্যাতনের শিকার হওয়া মেয়েটিকে মাতৃস্নেহে আশ্রয় দিয়েছিলো। অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে মেয়েটিকে রক্ষা করেছেন। আবার আলোচ্য গল্পের মাসি-পিসি মধ্যে শুধু মানবতাবোধয় নয়। তার সন্তানমুল্য স্নেহ দিয়ে আহ্লাদিকে আগলে রেখেছে। তাছাড়াও সমাজপতিদের লোলুপদৃষ্টি থেকেও তারা আহ্লাদিকে বাচানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। একইভাবে স্নেহ মমতা ও দায়িত্ববোধের প্রতিফলন ও ফুফুর মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। মাসি-পিসির কঠোর জীবনসংগ্রাম 'মাসি-পিসি' গল্পের একটি প্রধান উপজীব্য বিষয়। তারা সর্বদা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত। নারী হয়েও টিকে থাকার সংগ্রামে তারা অপরাজেয় সৈনিক। বিরূপ সামাজিক পরিস্থিতি থেকে তারা আহ্লাদিকে রক্ষা করতে বদ্ধ পরিকর। অন্যদিকে ফুফুও স্বামীর অত্যাচারের শিকার একটি মেয়েকে মাতৃস্নেহে আশ্রয় দেন। 'মাসি-পিসি' গল্পের প্রতিকূল পরিবেশে অসহায় দুই বিধবা নারীর টিকে থাকার সংগ্রামের যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা আলোচ্য উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি বলে উদ্দীপকের ফুফু এবং আলোচ্য গল্পের মাসি-পিসি একসূত্রে গাঁথা নয়।

৪ (ক) -প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৪(ক)	জ্ঞান	১	১	দুলাভাই-শ্যালক লিখতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: দুলাভাই-শ্যালক

৪ (খ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৪(খ)	অনুধাবন	২	২	পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ উল্লেখ করতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: বাঙালির জাতীয়তাবাদের প্রতীক শহিদ মিনারগুলো পাকিস্তানি মিলিটারি ধ্বংস করার কারণে এগুলো দেশে একটা কলেজেও অক্ষত নেই। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করা এবং এই জাতীয় ঐতিহ্য ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পিত ভাবে হামলা করে হানাদাররা। পাকিস্তানিরা চেয়েছিল বাঙালির জাতীয় চেতনার প্রতীক সমস্ত চিহ্ন ধ্বংস করতে। তাই তারা নির্বিচারে বাঙালি হত্যার পাশাপাশি এ দেশের জাতীয় চেতনার ধারক ও বাহক বিভিন্ন বাঙালির ঐতিহ্য ধ্বংস করতে শুরু করে।

৪ (গ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৪(গ)	প্রয়োগ	৩	৩	শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণার দিক প্রতিফলিত হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে
			২	শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণার দিক প্রতিফলিত হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণার দিক প্রতিফলিত হয়েছে তা লিখতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উদ্দীপকে 'রেইনকোট' গল্পের পারিপার্শ্বিক প্রভাব বা অনুপ্রেরণার দিকটির সাদৃশ্য লিখতে পারলে। 'রেইনকোট' গল্পে ভীতু নুরুল হুদার মধ্যে একসময় সাহস, শক্তি সঞ্চয়ের মূল কারণ ছিলো তার শ্যালক মিন্টুর রেইনকোটটি পরিধান করার। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, হাবু মিঞা প্রথমদিকে সাহসের অভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করতে না পারলেও পরবর্তী সময়ে সে একজন মুক্তিযোদ্ধার জুতা পরিধান করে যুদ্ধে যাওয়ার সাহস সঞ্চয় করে। উভয়ের মধ্যে পারিপার্শ্বিক ইতিবাচক অনুপ্রেরণা পরিলক্ষিত হয়েছে।

৪ (ঘ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৪(ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ইতিবাচক চেতনা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করতে পারলে
			৩	পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ইতিবাচক চেতনা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে
			২	পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ইতিবাচক চেতনা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ইতিবাচক চেতনা উল্লেখ করতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উদ্দীপকের হাবু মিঞা আর রেইনকোট গল্পের নুরুল হুদার মধ্যে পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ইতিবাচক দিকটি ফুটে উঠেছে। ভীতু নুরুল হুদার মধ্যে সাহস সঞ্চয়ের মূল কারণ ছিলো তার শ্যালক মিন্টুর রেইনকোট পরিধান করা। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে

নুরুল হুদা বারবার বাসা বদল করলেও সে যখন রেইনকোট পরে বাইরে যায় তখন তার মধ্যে আর কোনো ধরনের ভয়-ভীতি কাজ করে না। বরং উল্টো সাহসী হয়ে ওঠে। তদ্রুপ উদ্দীপকের হাবু মিঞাও সাহসের অভাবে যুদ্ধে যোগদান না করলেও সে যখন একজন মুক্তিযোদ্ধার জুতা পরিধান করে তখন তার মধ্যে সাহসের সঞ্চয় হয় এবং সে যুদ্ধে যোগদান করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

৫ (ক) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৫(ক)	জ্ঞান	১	১	রাতের শেষ বা অবসান লিখতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর :রাতের শেষ বা অবসান

৫ (খ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৫(খ)	অনুধাবন	২	২	আত্ম-মর্যাদা বা আত্মবিশ্বাসের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	কবির আত্ম-মর্যাদা বা আত্মবিশ্বাসের বিষয়টি উল্লেখ করতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: কবির আত্ম-মর্যাদার বা আত্মবিশ্বাসী বিষয়টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ' এখানে আপন বলতে কবির নিজের ভেতরের পরম সত্য, আত্ম-শক্তি এবং মানবসত্তাকে বুঝিয়েছেন। যা কোনো অন্যায় অত্যাচার বা শৃঙ্খলের কাছে মাথা নত করে না।

৫ (গ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৫(গ)	প্রয়োগ	৩	৩	প্রতিবাদী চেতনা এবং মানবতার বিষয়টি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	প্রতিবাদী চেতনা এবং মানবতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	প্রতিবাদী চেতনা এবং মানবতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা লিখতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর:উদ্দীপকে 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রতিবাদী চেতনা এবং মানবতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। প্রতিবাদী চেতনা এবং মানবতা হলো শাসকের অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সদা জাগ্রত থাকা।

সাম্যের কবি, মানবতার কবি, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। ব্রিটিশ শাসকের নির্যাতন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত ছিলেন তিনি। অপরদিকে সাধারণ মানুষের জন্যও ছিল তাঁর অসীম দরদ। ফলে একদিকে তিনি যেমন বিদ্রোহী অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্যও ছিলেন সকাতর। উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই, কলেজ পড়ুয়া ছাত্র উজান মহাজনের অন্যায় অত্যাচার কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারে না, প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। তবে মহাজনের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদী হলেও অসহায় মানুষের জন্য সে মানবিক।

৫ (ঘ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৫ (ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	বিদ্রোহী চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে পারলে।
			৩	বিদ্রোহী চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	বিদ্রোহী চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	বিদ্রোহী চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ উল্লেখ করতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর : উদ্দীপকের উজানের শোষনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধের দিকটি মূলত ‘বিদ্রোহী’ কবিতার কবির ভাবনারই নামান্তর। ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় সামাজিক অন্যায় ও শোষনের বিরুদ্ধে আত্মজাগরণের উন্মেষ ঘটে কবির ক্ষোভ প্রকাশের মধ্য দিয়ে এ কবিতায় ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর অনাচার, উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে কবি দৃঢ়কণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তাই যতদিন অসহায় মানুষের ক্রন্দন না থামবে কবির এই প্রতিবাদ চলমান থাকবে। তিনি চান সমস্ত শোষণ, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে এক স্বাধীন, শান্তিময় সমাজও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে। উদ্দীপকের উজান শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। তবে উজান অসহায় মানুষের জন্য খুবই মানবিক এবং অসহায় মানুষকে ভালোবেসে বুকে টেনে নেয়। সুতরাং উদ্দীপকের উজান এবং ‘বিদ্রোহী’ কবিতার কবি দুজনই মহাজনের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং অসহায় মানুষের প্রতি মানবিক।

৬ (ক) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৬ (ক)	জ্ঞান	১	১	সমুদ্র লিখতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: সমুদ্র

৬ (খ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৬ (খ)	অনুধাবন	২	২	পঙক্তির মর্মার্থ / শীতকে মাঘের সন্নাসীরূপে ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	পঙক্তির মর্মার্থ / শীতকে মাঘের সন্নাসীরূপে উল্লেখ করতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: কবি শীতকে মাঘের সন্ন্যাসীরুপে কল্পনা করেছেন। যে সন্ন্যাসী কুয়াশার চাঁদও পরিধান করে আছে। তাহারেই পরে মনে কবিতাকে আচ্ছন্ন করে আছে এক বিষাদময় রিক্ততার সুর । কবির জীবনের শূণ্যতাকে তুলে ধরার জন্য রিক্ত প্রকৃতির সাথে এখানে তুলনা করা হয়েছে।

৬ (গ)- **প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৬ (গ)	প্রয়োগ	৩	৩	'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বাংলায় বসন্তের চিরায়ত রূপ ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বাংলায় বসন্তের চিরায়ত রূপ ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বাংলায় বসন্তের চিরায়ত রূপ উল্লেখ করতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বাংলায় বসন্তের চিরায়ত রূপটি ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে চারিদিকে বসন্তের হাওয়া, কৃষ্ণচূড়ায় লালের আগুন, কোকিলের মধুর ডাক সবই বসন্তের প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে কবিতায় বসন্তের দক্ষিণা বাতাস, বাতাবি লেবুর ফুল, আমের মুকুল, বসন্তের নব নব পুষ্পসাজ সবই বসন্তকে প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে প্রকৃতির বিভিন্ন সাদৃশ্য তুলে ধরেই বসন্তের আবহকে ধরা হয়েছে।

৬ (ঘ)- প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৬ (ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	প্রকৃতির সজিবতার মাঝেও রিক্ততা জীবনকে প্রভাবিত করে সেটা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে বিশ্লেষণ করতে পারলে।
			৩	প্রকৃতির সজিবতার মাঝেও রিক্ততা জীবনকে প্রভাবিত করে সেটা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	প্রকৃতির সজিবতার মাঝেও রিক্ততা জীবনকে প্রভাবিত করে সেটা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	প্রকৃতির সজিবতার মাঝেও রিক্ততা জীবনকে প্রভাবিত করে সেটা উল্লেখ করতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ প্রকৃতির সজীবতার মাঝে মানবমনের রিক্ততার প্রসঙ্গটি মূল আলোচ্য বিষয়। প্রকৃতির মাঝে ঋতুরাজ বসন্ত আসে ফুল ও পাখির ডাকের নানা সমারোহ নিয়ে। বসন্ত সবসময়ই মানব মনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। মানবমনে রিক্ততার প্রভাব বেশি হলে অনেক সময় ইতিবাচক পরিবেশ ও তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, যেটা উদ্দীপকের মীরার ক্ষেত্রে এবং কবিতার কবির ক্ষেত্রে ঘটেছে। মানবমনের বিচিত্র অনুভূতি সবসময় প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে থাকতে পারে না। কবিতায় কবির ক্ষেত্রেও যে ঘটনা ঘটেছে, উদ্দীপকের মীরার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। প্রিয়জন হারানোর বেদনায় উভয়েই বেদনার্ত। তাই প্রকৃতির সাথে তারা তাল মিলিয়ে উঠতে পারেন নি। মানবজীবন এবং প্রকৃতির পথচলা সবসময় একই ধারায় বহমান নয়।

৭ (ক) - প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৭ (ক)	জ্ঞান	১	১	সংশয় নেই লিখতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ সংশয় নেই।

৭ (খ)- **প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৭ (খ)	অনুধাবন	২	২	অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাড়াবার জন্য প্রস্তুত- তা ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাড়াবার জন্য প্রস্তুত- তা লিখতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: কৈশোর থেকে যৌবন পদার্পনের এ বয়সটি উত্তেজনার প্রবল আবেগ ও উচ্ছাস জীবনে ঝুঁকি নেবার উপযোগী। এ বয়স অদম্য ও দুঃসাহসে সকল বাধা-বিপত্তিকে পেরিয়ে যাওয়ার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তত।

৭ (গ)- **প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৭ (গ)	প্রয়োগ	৩	৩	ভালো-মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা তত্ত্ব, মতবাদ ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয় এটি ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	ভালো-মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা তত্ত্ব, মতবাদ ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয় এটি ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	ভালো-মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা তত্ত্ব, মতবাদ ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয় এটি লিখতে পারলে ।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় এই বয়সের তরুনরা ভালো-মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা তত্ত্ব, মতবাদ ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে । বিবেচনার ভুলের কারণে সবাই ইতিবাচক চিন্তাধারায় নিজেকে যুক্ত রাখতে পারে না। নেতিবাচক চিন্তা ও কাজ দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়। উদ্দীপকের রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, প্রথম দিকে তার জীবনের ধারা ইতিবাচক থাকলেও কিছু নেতিবাচক বন্ধুর প্রভাবে তার জীবনেও নেতিবাচক ভাবনার প্রভার পড়ে । সে মাদকাসক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবন থেকে হারিয়ে যায়। এ অংশে আঠারো বছর বয়সের কুমন্ত্রণার প্রভাবে জীবনের যেমন নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তেমনি খারাপ বন্ধুদের প্রভাবে রূপান্তরের জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং তার জীবন অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

৭ (ঘ)- **প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা**

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৭ (ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	কবিতার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করতে পারলে
			৩	কবিতার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	কবিতার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	কবিতার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে তা লিখতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উদ্দীপকটি 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আংশিক প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকের রূপান্তরের ঘটনাটি কবিতার মতো নানা মন্ত্রণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপকের রূপান্তরের জীবনের প্রথম দিকে একটি ইতিবাচক ও সুন্দর জীবনের প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই। কিন্তু শেষ দিকে কিছু খারাপ বন্ধুর প্ররোচনায় সে পথভ্রষ্ট হয়। ফলে জীবন

অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এ বিষয়টির সাথে কানে আসা নানা মন্ত্রণার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু আঠারো বছর বয়স কবিতায় বলা হয়েছে দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবিলা করার শক্তি থাকে এই আঠারো বছর বয়সে। এই বয়সে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মানুষ এগিয়ে যায়। দেশের উন্নয়নে এই মানসিকতা কাজে লাগানোর জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু এই পরিপূর্ণ ভাবটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি। নেতিবাচক অবস্থা থেকে পূনরায় ইতিবাচক জীবনে ফিরতে পারলে মন্তব্যটি যথার্থ হতো।

৮ (ক) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয়)
৮ (ক)	জ্ঞান	১	১	"তানি বুঝি দুলার বাপ" কিংবা তিনি নতুন জামাই-এর বাবা লিখতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর : মজিদকে দেখে জমিলা প্রথমে মনে করেছিল "তানি বুঝি দুলার বাপ" অথবা তিনি নতুন জামাই-এর বাবা।

৮ (খ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয়)
৮ (খ)	অনুধাবন	২	২	সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও ভয়কে পুঁজি করে মজিদের ভণ্ডামির বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও ভয়কে পুঁজি করে মজিদের ভণ্ডামির বিষয় উল্লেখ করলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ চরিত্রটি ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও শোষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সরল ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে নিজেকে এবং মাজারকে রহস্যময় এবং অলৌকিক উচ্চতায় নিয়ে যায়। মহব্বতনগর গ্রামের সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও ভয়কে পুঁজি করে মজিদ অস্তিত্বহীন কবরকে মাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। সে নিজেও সেই মাজারের সেবক হিসেবে নিজের পরিচয় তুলে ধরে। গ্রামের সাধারণ মানুষ মাজারটিকে যেমন রহস্যময় ও ভয়ংকর মনে করে, ঠিক তেমনি মজিদকেও তারা সাধারণ মানুষের চেয়ে আলাদা ও ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক উচ্চতায় বিবেচনা করে। ধর্মীয় ভয় ও আধ্যাত্মিকতার কারণে কেউ মজিদের বিরুদ্ধে সরাসরি কথা বলতে সাহসা পায় না। আর এভাবেই সে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে আধিপত্য ও স্বার্থ টিকিয়ে রেখেছিল।

৮ (গ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয়)
৮ (গ)	প্রয়োগ	৩	৩	বশির খাঁর কিংবা মজিদের কর্মকাণ্ডের মিল-অমিল ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে।
			২	বশির খাঁর কিংবা মজিদের কর্মকাণ্ডের মিল-অমিল ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	বশির খাঁর কিংবা মজিদের কর্মকাণ্ডের মিল-অমিল চিহ্নিত করতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: নারীর সন্তান না হওয়ার কারণ চিহ্নিত না করেই বশির খাঁ এবং 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদের মতো মানুষের দ্বিতীয় বিয়ে বা বহুবিবাহের আয়োজন করে। 'লালসালু' উপন্যাস' মজিদ মহব্বতনগর গ্রামে আগমনের পরে সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে নিজেকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যায়। সে সুযোগমতো প্রথমে বিয়ে করে রহিমাকে এবং দ্বিতীয় বিয়ে করে জমিলাকে। উদ্দীপকের বশির খাঁও নিজের স্ত্রীর সন্তান না হওয়াকে পুঁজি করে দ্বিতীয় বিয়ের আয়োজন করে। এক্ষত্রে মজিদ এবং বশির খাঁর মিল আছে– উভয়ে প্রভাবশালী এবং দ্বিতীয় বিয়ের জন্য সব আয়োজন সম্পন্ন করে। তবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অমিল হচ্ছে– বশির খাঁর সাতগ্রামে প্রভাবশালী; কিন্তু মজিদ শুধু মহব্বতনগর গ্রামের প্রভাবশালী। মজিদ দ্বিতীয় বিয়ে করতে গিয়ে প্রথম স্ত্রীর নিকট থেকে

কোনো অনুমতি গ্রহণ করেনি- কিন্তু বশির খাঁর তার স্ত্রী সাহেরার নিকট থেকে দ্বিতীয় বিয়ে করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। আসলে মানুষ শিক্ষিত এবং সচেতন হলে বশির খাঁ কিংবা মজিদের মতো কারো পক্ষেই দ্বিতীয় বিয়ে বা বহুবিবাহ করার সম্ভব হতো না।

৮ (ঘ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয়)
৮ (ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	সাহেরা এবং 'লালসালু' উপন্যাসের রহিমার মধ্যে অমিল ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে মন্তব্যটির সত্যাসত্য বিশ্লেষণ করতে পারলে।
			৩	সাহেরা এবং 'লালসালু' উপন্যাসের রহিমার মধ্যে অমিল ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	সাহেরা এবং 'লালসালু' উপন্যাসের রহিমার মধ্যে অমিল ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	সাহেরা এবং 'লালসালু' উপন্যাসের রহিমার মধ্যে অমিল উল্লেখ করলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: 'লালসালু' উপন্যাসের রহিমা এবং উদ্দীপকের সাহেরা-চরিত্রের মধ্যে মাতৃকাঙ্ক্ষা তীব্র থাকলেও নিয়তির কারণে তারা মা হতে পারেনি– আর এ কারণে তাদেরকে গভীর যন্ত্রণা বহন করতে হয়। রহিমা মজিদের প্রথম স্ত্রী। অন্ধ ধর্মবিশ্বাস, কুসংস্কার, খোদাভীতি, সরলতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় গ্রামের মানুষগুলো যেন রহিমার অন্য সংস্করণ। রহিমার শরীরের শক্তি অপার কিন্তু মনে তার ভীতি। সে ভয় খোদাকে ও মজিদকে। রহিমা মজিদের সব কথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, সমস্ত নিষেধ মান্য করে। রহিমার সব থাকা সত্ত্বেও সে মা হতে পারে না– এর জন্য তার অন্তর্যন্ত্রণার শেষ নেই। মজিদ আবার সন্তানের আশায় বিয়ে করে অল্পবয়সী জমিলাকে। উদ্দীপকে সাহেরাও গ্রামের প্রভাবশালী বশির খাঁর স্ত্রী। সেও সন্তানহীনা। স্বাভাবিকভাবে তার মধ্যেও সন্তান না হওয়ার যন্ত্রণা তীব্র। বশির খাঁ সন্তানের আশায় সাহেরার কাছে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি চায়। কিন্তু সাহেরার কথা– 'আগে কে বন্ধ্যা সেটা প্রমাণিত হোক'– অর্থাৎ' সে সন্তান না হওয়ার জন্য সব কিছু চুপ করে মেনে নেয় না– সে সাহসিকতার সাথে বশির খাঁর দ্বিতীয় বিয়েতে আপত্তি জানায়। মূলত 'লালসালু' উপন্যাসের রহিমা যেখানে মজিদের সব অত্যাচার, দ্বিতীয় বিয়ে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়– সেখানে উদ্দীপকের সাহেরা হয়ে ওঠে সাহসিকতার প্রতীক। তাই বলা যায়– সাহেরা এবং উপন্যাসের রহিমার অপূর্ণতা এক– কিন্তু সাহসে ভিন্ন।

৯ (ক) - প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	**দক্ষতা**	**বরাদ্দকৃত নম্বর**	**বিভাজিত নম্বর**	**মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)**
৯(ক)	জ্ঞান	১	১	উক্তিটি রহিমার লিখতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উক্তিটি রহিমার

৯ (খ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	**দক্ষতা**	**বরাদ্দকৃত নম্বর**	**বিভাজিত নম্বর**	**মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)**
৯(খ)	অনুধাবন	২	২	মজিদের নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও ভয় সৃষ্টির বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	মজিদের নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও ভয় সৃষ্টির বিষয়টি লিখতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উক্তটি শীর্ণ লোকটি বলতে মজিদকে বোঝানো হয়েছে। মহব্বতনগর গ্রামের মানুষের ওপর নিজের প্রভাব,কর্তৃত্ব ও ভয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে গালাগাল করে। 'লালসালু' উপন্যাস মজিদ একজন ভন্ড ধর্ম ব্যবসায়ী। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নাটকীয়ভাবে গ্রামে প্রবেশ করে গ্রামের মানুষের অজ্ঞতা বুঝতে পেরে মানুষের মনে ভয় ধরিয়ে নিজের প্রভাব ওকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য চিৎকার করে গালাগাল করে।

৯ (গ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৯(গ)	প্রয়োগ	৩	৩	মজিদ চরিত্র বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যাপূর্ক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	মজিদ চরিত্র বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	মজিদ চরিত্র উল্লেখ করতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর :উদ্দীপকে হাতুড়ে ডাক্তারের সাথে লালসালূ মজিদ চরিত্রের মিল রয়েছে। মজিদ যাই বলুক না কেন ভেতরে ভেতরে সে নিজের শক্তি সম্পর্কে সন্দিহান। নতুন পীরের আগমনে তার মাজারে লোক কম আসে। পীরের রুহানি শক্তির কথা শুনে লোকজন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে পায়ে চুমু দেয়। এগুলো দেখে মজিদের ভেতর অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। এছাড়াও আক্কাস স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায়। স্কুল প্রতিষ্ঠা হলে মানুষ শিক্ষিত হবে, যুক্তিবাদী হবে। তাই আক্কাস যেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে না পারে সেজন্য দাড়ি না থাকার অপবাদ দিয়ে তাকে গ্রাম থেকে বের করে দেয়। উদ্দীপকেও দেখা যায়, হাতুড়ে ডাক্তাররা ভবিষ্যতের মঞ্কায় ডাক্তার আবিবের চরিত্রে কলঙ্ক রটিয়ে গ্রামছাড়া করে দেয়।

৯ (ঘ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৯(ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	মজিদ আক্কাসের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করে তার প্রেক্ষাপট বা ঘটনা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে মন্তব্যটি বিশ্লেষন করতে পারলে।
			৩	মজিদ আক্কাসের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করে তার প্রেক্ষাপট বা ঘটনা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	মজিদ আক্কাসের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করে তার প্রেক্ষাপট বা ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মজিদ আক্কাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তা উল্লেখ করলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর : উদ্দীপকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মজিদ আক্কাসের স্কুল প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে নস্যাৎ করার জন্য যে অপবাদ দিয়েছে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। মজিদ একজন ভন্ড, প্রতারক, ধর্ম ব্যবসায়ী, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সে যে কোনো কিছু করতে পারে। গ্রামবাসীল অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে পুঁজি করে একটা পুরাতন কবরকে মোদাকেছর পীরের মাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি গড়ে তোলে। গ্রামের শিক্ষিত ছেলে আক্কাস একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে। স্কুল প্রতিষ্ঠা হলে জনগনকে আর বোকা বানানো যাবে না। তাই সে আক্কাসের দাড়ি নেই, এই অপবাদ দিয়ে অপমান করে গ্রামছাড়া করে। উদ্দীপকেও দেখা যায় হাতুড়ে ডাক্তাররা নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ডাক্তার আবিরের চরিত্রে নানা কলঙ্ক রটিয়ে গ্রামছাড়া করে। হীন মানসিকতার লোকেরা নিজের দুর্বলতা আড়াল করার জন্য যে কোনও অপকর্ম করতেও দ্বিধা করে না।

১০ (ক) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১০ (ক)	জ্ঞান	১	১	সাঁফ্রে লিখতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: সাঁফ্রে

১০ (খ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১০ (খ)	অনুধাবন	২	২	উমিচাঁদকে বিশ্বাসঘাতক বলার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	ইংরেজ এবং নবাব উভয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য লিখতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উমিচাঁদ বড়ো ধুরন্ধর ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজদের কথা নবাবের কাছে এবং নবাবের কথা ইংরেজদের কাছে বলে তিনি দুপক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতেন। ইংরেজদের সঙ্গে অন্যদের যে ১৫ দফা গোপন চুক্তি হয় তাতে উমিচাঁদ গোঁ ধরে লিখিয়ে নিয়েছিলেন, ইংরেজরা জয়ী হলে তাকে কুড়ি লক্ষ টাকা দিবে। যুদ্ধ জয়ের পরে উমিচাঁদ ক্লাইভের ভাঁওতা বুঝতে পেরে টাকার শোকে পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরেছেন।

১০ (গ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১০ (গ)	প্রয়োগ	৩	৩	'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে ঘষেটি বেগমের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি ব্যাখ্যাপূর্ক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে ঘষেটি বেগমের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	ঘষেটি বেগমের চরিত্র উল্লেখ করতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উদ্দীপকের ছোট বউয়ের সাথে 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ঘষেটি বেগমের চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে। ঘষেটি বেগম ছিলেন চতুর এবং কূটকৌশলী। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে সিরাজের সরল মানসিকতার সুযোগ নিয়ে তাঁর বড় খালা ঘষেটি বেগম সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়। সিরাজউদ্দৌলা বিষয়টি বুঝতে পেরে খালাকে বন্দী করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর খালা এবং সৈন্য-সামন্তের ষড়যন্ত্রের কাছে হেরে যান। উদ্দীপকের ছোট বউও ছিলো ষড়যন্ত্রকারী এবং সে ঘরে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ফলে বলা যায়, উদ্দীপকের ছোট বউ এবং 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ঘষেটি বেগম চরিত্র দুটির মধ্যে কূটকৌশলগত দিকটির মিল রয়েছে।

১০ (ঘ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১০ (ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	সিরাজউদ্দৌলা কঠোর হস্তে ষড়যন্ত্র দমনে ব্যর্থ ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে বিবৃতিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করতে পারলে।
			৩	সিরাজউদ্দৌলা কঠোর হস্তে ষড়যন্ত্র দমনে ব্যর্থ ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	সিরাজউদ্দৌলা কঠোর হস্তে ষড়যন্ত্র দমনে ব্যর্থ ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	সিরাজউদ্দৌলা কঠোর হস্তে ষড়যন্ত্র দমনে ব্যর্থ তা উল্লেখ করলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: সিরাজউদ্দৌলা যদি জামিলের মতো কঠোর হস্তে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেন তবে পলাশীর যুদ্ধে বাঙালিরা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হতো না। "বিচক্ষণ জামিল হোসনের মত কঠোরহস্তে ষড়যন্ত্র দম করতে পারলে সিরাজউদ্দৌলা হতেন

ইতিহাসের সফল নায়ক”- মন্তব্যটি যথার্থ নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে তার অমাত্যদের ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের বিষয়টি জানার পরও তাঁদের ক্ষমা করেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, অন্তত দেশের স্বার্থে সবাই তাঁর সঙ্গে এক হয়ে কাজ করবে। কাজেই সিরাজউদ্দৌলার অসহায়তা, অন্তরের দয়া-দাক্ষিণ্য, অন্যের প্রতি বিশ্বাস তাঁকে শোচনীয় পরিণতির পথে ঠেলে দিয়েছে। জামিল তার ছোট ভাইয়ের বউয়ের ষড়যন্ত্রের বা বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরে প্রথমে কঠোর হস্তে দমন করেন। ফলে পরিবারে স্বস্তি ফিরে আসে এবং একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন অটুট থাকে। সুতরাং বলা যায় পলাশীর যুদ্ধের সময় সিরাজউদ্দৌলা যদি জামিলের মতো কঠোর হস্তে পদক্ষেপস্বরূপ প্রধান সেনাপতি মিরজাফরকে বরখাস্ত করে নিজে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নিতেন তবে নাটকের পরিণতি ভিন্ন হতে পারত।

১১(ক) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১১ (ক)	জ্ঞান	১	১	সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর :সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর

১১ (খ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১১ (খ)	অনুধাবন	২	২	উক্তটি মোহনলালের তা ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	উক্তটি মোহনলালের তা উল্লেখ করতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: পলাশীর যুদ্ধে মোহনলালের পরাজয় ও বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়া যখন অনিবার্য তখন মোহনলাল দেশপ্রেম ও বীরত্বের সর্বোচ্চ নিদর্শন হিসেবে এই উক্তটি করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি নবাবের প্রতি পূর্ন আনুগত্য প্রকাশ করন এবং শেষ রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সাহসিকতার সাথে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। উক্তিটি চরম আত্মত্যাগী, অটল ও আপোষহীন দেশপ্রেমের প্রতীক।

১১ (গ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১১ (গ)	প্রয়োগ	৩	৩	মিরজাফর চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
			২	মিরজাফর চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	মিরজাফর চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা উল্লেখ করতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উদ্দীপকের শাকিল ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের মিরজাফর চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা বিরুদ্দে তার অমাত্যদের ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের বিষয়টি জানার পরও তাদের ক্ষমা করেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল অন্তত দেশের স্বার্থে সবাই তাঁর সঙ্গে এক হয়ে কাজ করবে। উদ্দীপকে দেখতে পাই, শাকিল তার বন্ধুর সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ষড়যন্ত্র করে প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে বলা যায় ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের মিরজাফর এবং উদ্দীপকের শাকিল চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

১১ (ঘ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদন্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১১.ঘ	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	মন্তব্যটি যথার্থ তার কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে বিশ্লেষণ করতে পারলে
			৩	মন্তব্যটি যথার্থ তার কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
			২	মন্তব্যটি যথার্থ তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	মন্তব্যটি যথার্থ তা উল্লেখ করতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর:‘‘অন্যের প্রতি অগাধ বিশ্বাস মানুষকে অনেক সময় বিপদে ফেলতে পারে”- মন্তব্যটি যথার্থ। কারণ নবাব ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিলে এবং অমাত্যদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস না করলে পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পরাজয় ঘটত নাবা বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হতো না। উদ্দীপকে নাফিজ শাকিলকে বন্ধু হিসেবে বিশ্বাস করলেও শাকিল সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেনি বরং পুনরায় সে বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অন্যদিকে সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি অবগত হলেও সে পুনরায় মীরজাফরকে বিশ্বাস করেছে। উভয় জায়গায় আমরা দেখতে পাই বিশ্বাসকারী বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন। আমাদের মানুষকে বিশ্বাস করতেই হবে কিন্তু বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বিচার বিবেচনার বিষয়টি মাথায় রাখা উচিৎ। বিবেচনা না করে কাইকে বিশ্বাস করলে আমাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তর শুধু প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকবৃন্দের ব্যবহারের জন্য ।]